প্রেসিডেন্ট নিক্সন

পরাভবকে যিনি পরবর্তী সংগ্রামের প্রস্তুতি বলেই মনে করেন, জীবন-যুদ্ধের সেই অমিত শক্তিমান সৈনিক নিক্সনের রাজনৈতিক জীবনের আবর্তসংকুল আলেখ্য এই গ্রন্থখানি। কঠোর শ্রম, মানসিক শক্তি আর নিজস্ব চিন্তায় অটুট আস্থা একটি মানুষকে তার সাধারণ অবস্থা থেকে কোথায় উত্তীর্ণ করে দিতে পারে নিক্সনের জীবন তারই এক উজ্জ্বল উদাহরণ। মত ও আদর্শে বিশ্বাসী না হয়েও যে কোনো মানুষ প্রেসিডেন্ট নিক্সনের কঠোর সংগ্রামী জীবন থেকে পথ চলার অনেক অমূল্য উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন।

প্রেসিডেণ্ট নিক্সন

[রাজনীতিক আলেখ্য]

আর্ল মেজো ও স্টিফেন হেস্

অনুবাদঃ

দীপক চৌধুরী

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী

কলকাতা ঃ এলাহাবাদ ঃ বোম্বাই

প্রথম সংস্করণ ঃ আষাঢ়, ১৩৬৭

প্রকাশক ঃ
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা-১২
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ
অরুণ ঘোষ

মুদ্রক ঃ
শ্রীকালীচরণ পাল
নবজীবন প্রেস
৬৬ গ্রে স্ট্রীট
কলকাতা-৬

Bengali Translation of
NIXON : A POLITICAL PORTRAIT (Condensed)

দাম ঃ **তিন টাকা পঞ্চাশ প.**

॥ গ্রন্থ-পরিচিতি ॥

লেখক দু-জন সংযত, দায়িত্বপূর্ণ আর অত্যন্ত সুযোগ্য ধরনের একটি জীবনী লিখেছেন। আর লিখেছেন এমন একটি লোকের সম্বন্ধে যাঁর জীবনে নানারকম জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল এবং যিনি একজন রাজনীতিবিদ্ আর আজ হয়েছেন প্রেসিডেণ্ট। এই বইতে রিচার্ড নিক্সনের মনের সূক্ষ্ম তারতম্যগুলিকে দেখাবার চেষ্টা করা হয় নি। এতে দেখানো হয়েছে তাঁর পারিপার্শ্বিক অবস্থা আর রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাবলী। নিক্সন কেন প্রায়ই বিতর্কের বিষয় হয়ে উঠতো সেটা বিচার করে দেখবার দায়িত্ব পাঠক-পাঠিকাদেব উপরেই ছেড়ে দেওয়া হল।

মেজো আর হেস, নিক্সনের কর্মজীবনের ঘটনাগুলিকে নাটকীয ভঙ্গীতে বর্ণনা করেছেন এবং এই ঘটনাবলীর সূত্র ধরেই নিক্সন আজ আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৪৬ সালে কংগ্রেসসদস্য নির্বাচনে তাঁর প্রতিযোগিতা, অ্যালজার হিস সংক্রান্ত ব্যাপার, ১৯৫০ সালে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তাঁর সেনেটর নির্বাচিত হওয়া—এ সবই প্রাসঙ্গিক পরিপ্রেক্ষিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

নির্বাচনী প্রচারকার্যের তহবিল সম্পর্কে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ও ১৯৫২ সালের 'চেকার্সের' বক্তৃতা সম্বন্ধে বইটিতে বাস্তব-ধর্মী দিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেনেটর জো ম্যাকআর্থির সঙ্গে (যাঁকে তিনি অবিশ্বাস করতেন) তাঁর সম্পর্ক, ঝড়ের মতো লাতিন আমেরিকা ভ্রমণ এবং ১৯৬০ সালে প্রেসিডেণ্ট পদের ও ১৯৫২ সালে গভর্ণর পদের জন্য প্রচার অভিযান, এইসব বিষয়ও বাস্তবেব দিক থেকে বর্ণনা করা হয়েছে।

এই কৌতূহলপূর্ণ জীবনীটি এমন একটি মানুষ সম্বন্ধে লেখা যিনি পরাজিত হওয়ার অবস্থা থেকে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়ে আজ আবার একটা শক্তিশালী অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন। নিক্সনের জীবনে যেসব নাটকীয় ঘটনা ঘটেছিল তার প্রতিক্রিয়াগুলি · তিনি নিজেই খোলাখুলিভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, সেগুলিও এই বইটিতে রয়েছে। এবং তাঁর চারিত্রিক গুণাবলী যাতে সহজে উপলব্ধি করা যায় তা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে।

সূচী

চিত্রসূচী

॥ এক ॥

গোড়ার কথা : ১৯১৩-১৯৩৭

জীবনের বেশিভাগ সময়েই রিচার্ড মিলহাউস নিক্সন কোনো-না-কোনো দিকে কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। লস এঞ্জেলেস থেকে ত্রিশ মাইল দূরে দেশেব অভ্যন্তর ভাগে ইয়রবা লিণ্ডা নামে কৃষিজীবীদের একটা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নিক্সন-পবিবারের সন্তানদের মধ্যে তাঁবই প্রথম এখানে জন্ম হয়েছিল। (তাঁর জন্মের পবেব দিনই খণ্ডগ্রাস সূর্যগ্রহণ হয়)। নিক্সনের পিতার কর্মদক্ষতা ছিল বহুমুখী। ছুতোর মিস্ত্রীর কাজও জানতেন তিনি। শুধ্ ফায়ারপ্লেসটা ছাড়া তিনি নিজের চেষ্টায় এক হাতে গোটা বসতবাড়িটাই তৈরি করে ফেলেছিলেন। ছোট্ট কাঠের বাড়িটাকে গরম কবে তোলাই ছিল একটা কঠিন কাজ। তাঁব লেবু বাগানের ধার ঘেঁষে জলসেচের গভীর একটা খালের ঠিক ওপরেই একটা টিলার মাথায দাঁড়িয়ে ছিল সেই বাড়িটা। এই লেবু বাগানের আয় থেকেই নিক্সনের পিতা কোনোরকমে সংসারের খরচ চালাতেন। স্বভাবতই দিনের বেলা ক্যালিফোর্নিয়ার মরুভূমি থেকে গরম হাওয়া এসে ইয়রবা লিণ্ডাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিত। কিন্তু রাত্রিবেলা ঠাণ্ডা পড়ত, বিশেষ করে জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি মাসে। শহরটাতে ঠাণ্ডা পড়লে নিক্সনদের বাড়িটা আরো বেশি ঠাণ্ডা হয়ে উঠত। পবিবারের সকলেই রান্নাঘরে গিয়ে জামাকাপড় পরতেন। রান্নার স্টোভের চারদিকে গাদাগাদিভাবে বসে থাকতেন তাঁরা। ছেলেপুলেরা বসবার ঘরের ফায়ারপ্লেসের